

বৈহাল আইনশৃঙ্খলা আর শিক্ষা ব্যবস্থা ॥ কিছুই কি করার নেই?

সাংবাদিকতা এমনই দায়িত্বপূর্ণ আর ব্যস্ততায় ঘেরা পেশা যে, ইচ্ছা করলেই লম্বা ছুটি মেলে না। শুক্রবার অসুবিধিত্ব ছাড়া অন্যান্য চাকরিজীবীর মতো লম্বা ছুটি ভোগের অবকাশ এখানে নেই। তা সত্ত্বেও বিনোদন ছুটিলাভের সুবাদে পুরো একটি মাস দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশের বাইরেও সপরিবারে ভ্রমণের এক মহাযাত্রা সুযোগ পাওয়া দিয়েছিল ১ মে থেকে ৩১ মে। এর মধ্যে মাসের শেষ দু'সপ্তাহ দেশের বাইরে থাকায় সংবাদপত্র বা দেশের স্বরাষ্ট্রবর থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছিল। ফলে দীর্ঘ ভ্রমণের আনন্দের মধ্যেও এক ধরনের অতৃপ্তি সর্বদাই জেগেছিল। মনে হয় দীর্ঘদিন ঘুরা সংবাদপত্র পড়ে অভ্যস্ত, তাঁদের প্রত্যেকেরই সংবাদপত্রহীন এক একটি দিন তথ্যের অপূর্ণতায় একই অবস্থা হয়। তো যাই হোক, ৩০ মে এসেই দৈনিক পত্রিকাগুলোর অধিকাংশের প্রথম পাতা জুড়ে দু'দিনে ৩০টি বুনের খবর দেখতে হল। বোদ রাজধানীতে একদিনে মাত্র দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে তিনটি বুনের খবর দেখে হতাহত হতে হলো। এর মধ্যে একাধিক পুলিশও সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হবার মতো নৃশংস খবর রয়েছে। এরই মধ্যে মস্তিসজ যে একটুখানি ছেঁটে দেয়া হয়েছে, তাও জানা গেল। গত ৪/৫ দিন অফিসে বসে যে মাসের জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন দৈনিকের ফাইল খাটতে খাটতে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে চিত্র দেখা

শিক্ষক নিয়োগের দুঃস্বপ্ন আছে। যে প্রতিজ্ঞাভেই শিক্ষক নিয়োগ করা হোক না কেন, যদি সরকার রাজনৈতিক স্বার্থপরতার উর্ধে উঠতে না পারে, তা হলে যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণে মেধা ও শিক্ষার চেয়ে দলীয় আনুগত্য প্রাধান্য পেতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষামন্ত্রী যে বলেছেন পিএসসির মতো একটি অধিষ্ঠিত করে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা, শিক্ষকদের চাকরি বদলিযোগ্য করা এবং সুষ্ঠু নিয়োগ, পাঠদানসহ বিভিন্ন স্তরে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে, সেটাই হতে পারে এই দীর্ঘকালের বিষয়কোড়া থেকে বেসরকারী শিক্ষাকে রক্ষার একমাত্র পথ। একই সঙ্গে এ প্রশ্নও মনে রাখতে হবে যে, প্রতি বছর বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা কাগজে-কলমে যে দেখা যায়, তা সত্যিকার অর্থেই কি শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয়িত হয়? কারণ, যতদূর জানা যায়, বাজেটে শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দ রাখা হয়, তার এক বিরাট অংশই ব্যয় হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ-সংস্কারসহ নানা কাজে, যা ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের মাধ্যমে ব্যয় হয়, যার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না উন্নত শিক্ষক তৈরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ শিক্ষার মানোন্নয়ন কাজের সঙ্গে। অথচ এসব নির্মাণ-স্থাপনা আর সরবরাহের ঠিকাদারী নিয়ে রীতিমতো চলে এক ধরনের লুটপাট। সুতরাং শিক্ষা খাতে বরাদ্দের বিষয়টি এবং বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষার মানোন্নয়নের দৃষ্টিতে দীর্ঘকালের প্রচলিত এই ফাঁকিবাজি বন্ধ করতে হবে। বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্যয় অবস্থা কাটিয়ে ওঠার মতো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখনই জরুরী। দেশে বিরাজমান আইনশৃঙ্খলার যে চরম বিপর্যয় এবং বেসরকারী শিক্ষার বৈপর্যয়িতা, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের অক্ষমতা তথা দলীয়করণের ফলে মেধাহীনদের শিক্ষকতায় প্রবেশের মতো দুঃখজনক বাস্তবতা দিনকে দিন দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকল মহামারীর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এর অবসান হওয়া জরুরী। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নকলরোধের জন্য যে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন, বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে আকস্মিক হানা দিচ্ছেন, নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান কি তাতে হবে? দুর্নীতিবাজ শিক্ষক বহিষ্কৃত হচ্ছেন ভাল কথা, কিন্তু শিক্ষাসনে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ও যথার্থ পাঠদানের গ্যারান্টি কোথায়? মনে হয় এখন যুগোপযোগী শিক্ষার কথাও একই সঙ্গে ভাবতে হবে। লেখার অবকাশ রাখে না যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় হাজার হাজার শিক্ষিত বেকারই কেবল সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং কর্মসংশ্লিষ্ট শিক্ষা আর যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের পথে সততার কোন বিকল্প নেই। সরকারকে

নাসির আহমেদ

গেল, তাতে এটা স্পষ্ট যে, পুলিশ কমিশনার বদলই হোক আর আইজিপি বদলই হোক, তাতে আইনশৃঙ্খলার খুব একটা হেরফের হবার সম্ভাবনা আর আছে বলে মনে হয় না। বরং আইনশৃঙ্খলার অবনতিই ঘটে চলেছে। যদি এই অবস্থাই প্রশাসন ও রাজনীতিতে অব্যাহত থাকে, তা হলে আইনশৃঙ্খলার কোন উন্নতি ঘটবার সম্ভাবনা নেই। সচেতন পাঠকগণ নিচুই স্বরণ করতে পারবেন যে, বিগত আগস্টমাসী দীর্ঘ সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী ৪দলীয় জোট বা বর্তমান ক্ষমতাসীন জোটের প্রধান নির্বাচনী বক্তব্যই ছিল: আগস্টমাসী দীর্ঘ সরকার সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়েছে, সুতরাং জোটকে ক্ষমতাসীন করলে তারা সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ-উপহার দেবে। কিন্তু নির্বাচনপরবর্তী চরম প্রতিহিংসা এবং বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর নারকীয় হামলা, তত্কাল মধ্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে চেকেছিল, তার বিবরণ সচেতন পাঠকের কাছে নতুন করে দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। গত ১৯ মাস এ সরকার ক্ষমতাসীন। এ সময় পরিধিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধঃপতন এমন চরম পর্যায়ে গেছে যে, বোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই হারাত-মওত আঘাতের হাতে বা বিধিলিপি বলে সাব্যস্ত বৃজতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ দেশে অতীতে কোন সরকারেরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এত দুর্ভোগ আর ব্যর্থতার এমন পাহাড়প্রমাণ প্রাপ্তি বইতে হয়েছে কিনা, সেটা এখন গবেষণারই বিষয় হতে পারে। আজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশও আর নিরাপদ নয়। গ্রায়েন সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হচ্ছে পুলিশ। পুলিশ যেন অনেকটাই অসহায় এখন সন্ত্রাসীদের কাছে। তথু রাজধানীতেই গত ৫ মাসে ২১৯টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। পুলিশ কেমন অসহায় হলে ডিএমপি কমিশনার সন্ত্রাসী দেখামাত্র গুলি করার মতো ভয়াবহ নির্দেশ দিতে পারেন, তা ভাববার বিষয় বটে। কেন এই অসহায়ত্ব আর বিপর্যয় তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এই পর্যালোচনার আগে আরও একটি বিষয় সম্পৃক্ত করা দরকার, তা হলো- বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সৃষ্ট আইনী জটিলতা তথা অচলাবস্থা। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান যে নির্যাসিতার কোন পর্যায়ে, তাও বোধকরি সকলেরই জানা। সেসব প্রতিষ্ঠানে ঘারা পাঠদান করেন, তাদের যোগ্যতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তোলায় অবকাশ আছে, তেমনই লেখাপড়া না হওয়ায় নকল প্রবণতায় বেসরকারী শিক্ষাসনে বিশেষ করে ঢাকার বাইরে অর্থাৎ সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা এমনই বিপর্যয় যে, সেই করুণ চিত্র ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। প্রতিবছর পরীক্ষার ফল বিপর্যয় নকলের বিবৃতি ইত্যাদি চিত্র থেকেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্গত অবস্থা দৃশ্যমান। আমাদের বেসরকারী শিক্ষাসনে ভাল শিক্ষক নিয়োগের কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা যেমন নেই, তেমনই নেই লেখাপড়ার পরিবেশও। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিসিএস বা সরকারী পর্যায়ে শিক্ষক নির্বাচনের প্রক্রিয়া থাকলেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন নির্ভরযোগ্য নিয়োগ ব্যবস্থা নেই। এককাল ধরে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন-গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে যে শিক্ষক নিয়োগ করা হতো, সেটাও যে দলনিরপেক্ষ বা স্থায়ী প্রভাবমুক্তভাবে যথার্থ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ করা হতো, তা কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না। দলপ্রীতি-আত্মীয়প্রীতি আর্থিক বিনিময়ে নিয়োগসহ নানা অনিয়ম ছিল এবং আছে। বন্ধ আসুন

দেশে বিরাজমান আইনশৃঙ্খলার যে চরম বিপর্যয় এবং বেসরকারী শিক্ষাসনে শিক্ষাহীনতা, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের অক্ষমতা তথা দলীয়করণের ফলে মেধাহীনদের শিক্ষকতায় প্রবেশের মতো দুঃখজনক বাস্তবতা দিনকে দিন দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকল মহামারীর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এর অবসান হওয়া জরুরী।

রাজনৈতিকভাবেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাও কি অতীতের কর্মহীনতার ধারাতেই চলতে থাকবে কিনা তাও ভাবতে হবে। এ বিষয়ের তত্ত্বতেই উল্লেখ করা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম বিপর্যয় এবং সম্প্রতি পুলিশেরও জানমালের নিরাপত্তাহীনতা সচেতন মানুষের মনে চরম হতাশার সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, বেকারত্ব-দারিদ্র্য ইত্যাদি সমাজে অপরাধ বৃদ্ধির কারণ বটে, এমনকি পুলিশের ঘৃণ, দুর্নীতির দিকে ঝুঁকি পড়ার মতো অবস্থিত প্রবণতা অপরাধ বৃদ্ধির কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। পুলিশ কি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতা ও সুযোগ পায় সব ক্ষেত্রে পায় না। কারণ, রাজনৈতিক প্রভাব এখন ব্রহ্মভেদে পড়ে পুলিশের ওপর যে, পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অপরাধীরাই লালিতপালিত হয় কতিপয় ১৯ইমদ-ওয়ার্ড কমিশনারসহ বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নেতার আশ্রয়ে। মহানগরী ঢাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধঃপতন এসেছে ডিএমপি কর্মকর্তারা সম্প্রতি পরিচালিত কমান্ডিং

শিক্ষক
১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০